সংবাদ

তারিখ 21 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

প্রাথমিক শিক্ষা : টিআইবির প্রতিবেদনে নানা অসঙ্গতি

১২ খাতে অতিরিক্ত ১৬ লাখ টাকা আদায় উপবৃত্তির টাকা ঠিকমতো পায় না শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, ঝালকাঠি

ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) ঝালকাঠি সচেতন নাগরিক কমিটি (সনাক) পরিচালিত এক জরিপ প্রতিবেদনে ঝালকাঠি সদর উপজেলায় ২০০৫ সালে প্রাথমিক বিদ্যালয়ে উপবৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের সরকার নির্ধারিত টাকা থেকে প্রায় ৭ লাখ টাকা কম দেয়া হয়েছে। বিধি বহির্ভূতভাবে ১২টি খাতে অতিরিক্ত আদায় করা হয়েছে প্রায় ১৬ লাখ টাকা। ঝালকাঠি প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন ও নাগরিক সভায় 'ঝালকাঠি সদর উপজেলায় প্রাথমিক শিক্ষা' শীর্ষক এ জরিপ প্রতিবেদন প্রকাশ করা হয়। এতে প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়ন ও দুর্নীতিমুক্ত করতে বেশ কিছু সুপারিশও করা হয়।

ঝালকাঠি সদর উপজেলার ১০টি ইউনিয়নের ৩০টি গ্রাম ও পৌর এলাকার ৯টি ওয়ার্ডের ৩৮৯টি খানায় এ জরিপ চালানো হয়। এতে বলা হয়, উপজেলায় উপবৃত্তিপ্রাপ্ত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৬ হাজার ৫৬৬ জন। এর মধ্যে সরকার নির্ধারিত টাকা থেকে ২০০৫ সালে ৪৮ দশমিক ৪৫ ভাগ শিক্ষার্থীকে জনপ্রতি ২১০ টাকা করে কম দেয়া হয়েছে। যার মোট পরিমাণ ৬ লাখ ৬৮ হাজার ৫৮ টাকা। যেসব শিক্ষার্থী উপবৃত্তির আওতায় আসতে পারেনি তার মধ্যে শতকরা ২৫ জন স্বজনপ্রীতি, শতকরা ২৫ জন প্রভাবশালী আত্মীয় না থাকা এবং শতকরা তিনজন ঘুষ না দেয়ার কারণে বঞ্চিত হয়েছেন বলে জানিয়েছেন।

এছাড়া ভর্তি ফি, পরীক্ষার ফি, বিনামূল্যের বই দেয়া বাবদ ফি, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের নামে ফি, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের নামে ফি, ছাড়পত্র ফি, বিভিন্ন দিবস উদযাপনের নামে ফি ও বিবিধ খাতে ওই বছর শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বিধিবহির্ভূতভাবে ১৫ লাখ ৬৩ হাজার ২৯২ টাকা আদায় করা হয়েছে। এসব টাকা নেয়ার পর কোন রসিদ পায়নি বলে জানিয়েছে শতকরা ৮৯ ভাগ উত্তরদাতা। বিদ্যালয়ে নিয়মিত জাতীয় সংগীতও গাওয়া হয় না বলে জানিয়েছে শতকরা ২০ জন। বিদ্যালয়ে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয় না বলে জানিয়েছে শতকরা ৯১ ভাগ উত্তরদাতা। শতকরা ২৯ ভাগ জানায়, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের দিয়ে ব্যক্তিগত কাজ করিয়ে থাকেন। শতকরা ৩৩ ভাগ জানান, শিক্ষকরা ছাত্রছাত্রীদের কঠোর শাস্তি প্রদান করেন। শিক্ষক-অভিভাবক সভা হয় না বলে জানিয়েছেন শতকরা ৬৫ ভাগ অভিভাবক। বৈদ্যুতিক পাখার স্বল্পতা রয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন শতকরা ৪৫ জন। এছাড়া অভিভাবকদের বসার স্থান, শ্রেণীকক্ষ, শ্রেণীকক্ষে বসার স্থান, স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা, বিশুদ্ধ পানি ও খেলার মাঠের স্বল্পতা রয়েছে বলে উত্তরদাতাদের কাছ থেকে অভিযোগ রয়েছে।

ঝালকাঠি

জরিপে শিক্ষা বিষয়ে বলা হয়েছে, গণিতে ১৯ ভাগ ও ইংরেজিতে শিক্ষার মান সম্পর্কে ২০ ভাগ অভিভাবক সন্তুষ্ট। শিক্ষকদের আচরণ সম্পর্কে ৩০ ভাগ অভিভাবক তাদের সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন। সরকারি ও বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর সার্বিক পড়াশোনার মান সম্পর্কে ২৪ ভাগ অভিবাবক সন্তুষ্টি এবং ১৫ ভাগ অভিভাবক তাদের অসন্তুষ্টি প্রকাশ করেছেন।

এদিকে সভায় জানানো হয়, প্রকাশের আগে মতামতের জন্য খসড়া প্রতিবেদনটি জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কাছে পাঠানো হয়। তিনি এ প্রতিবেদনের সঙ্গে দ্বিমত প্রকাশ করেছেন। জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মোহাম্মদ রফি উদ্দিন তার লিখিত বক্তব্যে বলেছেন, নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ করলে সে সম্পর্কে অভিযোগ দায়ের হয় কিন্তু তার কার্যালয়ে কোন অভিযোগ বা আপত্তি দাখিল হয়নি। অন্যদিকে সভায় উপস্থিত সদর উপজেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান বিভিন্ন খাতে বিধিবহির্ভূত ফি নেয়ার কথা অস্বীকার করে বলেন, প্রয়োজনে শিক্ষকরা তাদের বেতনের টাকা খরচ করেন, শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে কোন টাকা তারা গ্রহণ করেন না। পাশাপাশি তিনি আরও বলেন, সরকার বিভিন্ন শ্রেণীতে পরীক্ষার যে ফি ধার্য করেছে তা বাস্তবসম্মত নয়। বর্তমান ধার্যকৃত টাকা দিয়ে কোনভাবেই পরীক্ষা নেয়া সম্ভব নয় বলে তিনি জানান।

সংবাদ সম্মেলন ও নাগরিক সভায় সভাপতিত্ব করেন সনাক আহ্বায়ক প্রফেসর মোহাম্মদ রুস্তম আলী। জরিপ প্রতিবেদন উপস্থাপন করেন সনাক সদস্য হেমায়েত উদ্দিন হিমু। সাংবাদিক, শিক্ষক ও নাগরিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাব দেন টিআইবির সহকারী গবেষণা কর্মকর্তা মনজুর-ই-খোদা। উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি মোহাম্মদ শাহজাহান তালুকদারসহ বিভিন্ন বিদ্যালয়ের কয়েকজন প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষক এবং নাগরিকরা।